বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩

বিশ্বভারতীতে যা অন্যায় তা ন্যায় কারণ গায়ের জোরে অন্যায়কে ন্যায় করা খুব কঠিন নয়। তার সাথে যদি রাজ্য প্রশাসন যুক্ত থাকে তাহলে তো কথায় নেই।

২০১৮ সালে শেষের দিকে কোন একটা বিশেষ ট্রেন যেটা দুপুরে বোলপুর থেকে ছাড়ত সেই ট্রেনের ডি-২ কামরায় বিশ্বভারতীর বহু শিক্ষকদের ফিরতে দেখা যেত প্রতিদিনই। বিভাগে গেলে অনেক শিক্ষককে পাওয়া যেত না। ক্লাস হোত না। বিভাগীয় প্রধানের গতে বাঁধা উত্তর ছিল যে যেদিন উপাচার্য ঐ বিভাগে গেলেন সেদিন ঐ শিক্ষক কোন কারণে বিভাগে ছিলেন না। উপাচার্যের কাছে কোন তেমন প্রমান নেই যাতে এটা বোঝানো যাবে যে শিক্ষকরা তাঁদের ক্লাসের কোটা পূর্ণ করতেন না। তবে অফিসে কার্যরত কর্মীরা যে ওভারটাইম নিয়ে সারাদিন তাদের যা করার কথা ছিল -- তা যে করতেন না, তা খুব সহজেই প্রমান করা যাবে। ২০১৯ সাল থেকে ওভারটাইম বন্ধ। কিন্তু কাজ হচ্ছে ঠিক মতো।

অনেক শিক্ষক যে ক্লাস নেন না – তার প্রমান হিসাবে বলা যেতে পারে যে যখনই উপাচার্য বিভাগে যান তখন বিভাগীয় প্রধান ঐ গতেবাঁধা উত্তর দেন। যা প্রশাসনের কাছে রেকর্ড করা নেই। অতএব প্রমান নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা বলতেন না কারণ তাদেরকে ঐ সমস্ত শিক্ষকরা অনেক সুবিধা পাইয়ে দেন। এই বক্তব্যের সপক্ষে প্রমান দেওয়া অসম্ভব কারণ ছাত্র-ছাত্রীরা মুখ খুলে ঐ ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে চান না। পি.এইচ.ডি. থিশিসের পরীক্ষকের নামের ব্যাপারে যে লিস্ট পাঠানো হয় – তা মঞ্জুর করার জন্য চাপ দেওয়া হয়। এটাও প্রমান করা যাবে না। কারণ চাপ দেওয়ার পদ্ধতি অনেক রকম। কোন লিখিত বয়ান থাকে না। অতএব প্রশাসনকে খুব সহজেই দোষারূপ করা যায়। বিভাগীয় প্রধানরা কখনও বলবেন না। কারণ তাঁরা তাঁদের সহকর্মীদের দ্বারা অপমানিত হন। এমনকি দৈহিক নির্যাতনের নিদর্শন আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

শিক্ষকদের প্রধান দায়িত্ব পড়ানো এবং গবেষণা করা। ক্লাসে পড়ান কিনা তার কোন নির্দিষ্ট প্রমান নেই তাই প্রশাসনের অভিযোগ নস্যাৎ করে দেওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জাতীয়স্তরের প্রতিযোগিতায় তেমন ফল করতে পারছেন না – তার একটা প্রমান তাঁদের শিক্ষার মান। আমাদের একজন-আধজন ছাত্র-ছাত্রী নিশ্চয় ভালো করছে। কিন্তু গড়ে তেমন সাফল্য আমরা দেখতে পারছি না। অনেক শিক্ষক ইংরাজী ভাষায় পড়াতে হিমশিম খান যদিও এখানে পড়ানোর মাধ্যম ইংরাজী।

আমাদের এখানে অনেক শিক্ষক গবেষণা করেন না। তার নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ বিশ্বভারতীর বার্ষিক প্রতিবেদন যা প্রতি বছর সংসদে পাঠানো হয়। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে যাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে বিব্রত করা একমাত্র উদ্দেশ্য, অবশ্যই একটা মোটা মাসিক বেতনের পরিবর্তে – তাঁদের সারা বছরের গবেষণালব্ধ কাজ প্রথমত নেই; আর যা আছে তার মধ্যে এমন সমস্ত লেখার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো কোনভাবেই গবেষণালব্ধ কাজ বলে মনে করা অসম্ভব। অনেকে আবার ক্লাসে কি পড়িয়েছেন সেটা তাঁদের গবেষণা-প্রসূত কাজ দেখিয়েছেন। অতএব বিশ্বভারতীর মান অবনয়নের জন্য কারা দায়ী সেটা সুস্পষ্ট নয় কি?

এই বিবৃতির উদ্দেশ্য কাউকে অপমান করা নয়। বিশ্বভারতী যে দুর্নীতির আখড়া ছিল এবং বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয় এই সমস্ত সমস্যা থেকে অনেকটাই মুক্ত তা হলপ করে বলা যেতেই পারে। শিক্ষকরা ক্লাস নেন কিনা, বা বিভাগে ৫ ঘন্টা থাকেন কিনা সেটা প্রমান করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। উপাচার্যের অভিজ্ঞতা একটা বড় প্রমান। যার ভিত্তি তাঁর নিয়মিত বিভাগ প্রদর্শন। যাকে Circumstantial evidence বলে আইনের ভাষায়। একে অপরকে দোষারূপ করলে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হয় না। গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত এই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সবার। বিশেষত তাঁদের যারা মোটা মাইনে নিয়ে তাঁদের দায়িত্ল পালন না করে মানুষকে খবরের কাগজে বিভ্রান্তকর মত ছড়াচ্ছেন। যদিও ইতিহাস বলে – এই সমস্ত শক্তি স্বল্পস্থায়ী।